Mvi Olior Rahaman ...
C/o Rahaman Store, Station Road,
Mymen Singha.

Reg. No. DA.—142

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

সডাক বার্ষিক চাঁদা ৪৲ টাকা

প্রতি সংখ্যা ৶০ আনা

নব পর্য্যায় —১১শ বর্ষ, } Fortnightly, Ahmadi, April 22nd. 1958 — ৯ই বৈশাখ ১৩৬৫ বাং ২রা শওয়াল, ১৩৭৭ হিঃ, } ১৬শ সংখ্যা

পাক্ষিক আহ্‌মদীর নিয়মাবলী

১। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হয়।

২। চাঁদা, সাহায্য বা কাগজ পাওয়া সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে ম্যানেজারের নিকট পাঠাইতে হয়। চাঁদা অগ্রিম দেয়।

৩। 'আহমদীর' বৎসর মে হইতে এপ্রিল এবং যিনি যখন গ্রাহক হন তখন হইতে।

৪। বিজ্ঞাপনের হার অতি সুলভ। ম্যানেজারের সহিত পত্রালাপ করুন।

ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,
পোঃ বক্স নং ৬, নারায়ণগঞ্জ।

কোরআন

হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদিগকে কি এরূপ বাণিজ্যের কথা বলিয়া দিব যাহাতে তোমরা বেদনাদায়ক আজাব হইতে মুক্তি পাইতে পার?

(সেই বাণিজ্য এই যে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি ঈমান আন এবং তোমরা স্বীয় অর্থ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ কর। ইহা তোমাদের জন্য খুবই মঙ্গলজনক যদি তোমরা জান।

(যদি তোমরা এরূপ কর তাহা হইলে) তিনি তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে চিরস্থায়ী স্বর্গীয় গৃহে বাস করিতে দিবেন। ইহাই তোমাদের বিরাট সফলতা (যাহা তিনি তোমাদিগকে দান করিবেন।)

(সুরা আছ্‌ছাফ ২য় রুক)

নোট :—উক্ত আয়াতে আল্লাহ তালা বলিয়াছেন যে, যখন মুছলমানগণ অসহায় অবস্থায় আযাবে আলীম বা বেদনাদায়ক শাস্তিতে নিপতিত হইবে তখন তাহারা যেন নতুন ভাবে আল্লাহ ও তাঁর রছুলের প্রতি ঈমান আনে তাহা হইলেই তাহাদের মধ্যে নতুন ভাবে কর্ম্ম প্রেরণা আসিবে তৎপর তাহারা তাহাদের অর্থ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে জেহাদ করিলেই তাহাদের সফলতা আসিবে।

এই যুগই সেইযুগ, যে যুগে আল্লাহর নবী মছীহ মাওউদ (আঃ) আগমন করিয়াছেন এবং এই যুগেই মুছলমানগণ অসহায় অবস্থায় চারিদিক হইতে শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই আযাব হইতে পরিত্রান পাইতে হইলে, তাহাদিগকে নতুন ভাবে সমাগত নবীর প্রতি ঈমান আনিয়া নতুন প্রেরণা নিয়া, ইছলাম ধর্ম্মকে জয়যুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, জেহাদে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। তাহাহইলেই তাহারা সকলতা লাভ করিবে।

হাদীছ

নবীকরীম (দঃ) বলিয়াছেন নিশ্চয় ইছলাম অল্প সংখ্যক লোক নিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। অচিরেই এমন যুগ আসিবে যে যুগে পুনরায় এইরূপ হইবে যেইরূপ প্রারম্ভে হইয়াছিল। অতএব সেই স্বল্প লোকদিগকে খোশ খবরী যাহারা আমার সুন্নতকে জীবিত করিয়াছে যাহা মানুষ বিনষ্ট করিয়াছিল। (মিশকাত)

এই হাদীছ দ্বারা পরিস্কার ভাবে বুঝা যায় যে আখের জমানায় ধর্ম্ম বিনষ্ট হইবার পর যাহারা ধর্ম্মকে সঞ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে জেহাদে ঝাপাইয়া পড়িবে তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে নবীকরীম (দঃ) এর মহা সুসংবাদ রহিয়াছে।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে কেহ যেন, জেহাদ অর্থে তীর তরবারীর যুদ্ধ মনে না করেন।

জাতীয় উন্নতি

ব্যক্তি সমষ্টির নাম জাতি। যে জাতির লোক সকল জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের উপরে স্থান দেয়, সেই জাতি জগতে উন্নত হয়। আর যে জাতির লোক সকল ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উপরে স্থান দেয়, সেই জাতি ধ্বংস হয়।

শানে মোহাম্মদ (দঃ)

হজরত ইমাম মাহদী (আঃ) স্বীয় প্রভূ হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মর্য্যাদা বর্ণনায় লিখিয়াছেন।

আমার হৃদয় এক প্রভুর প্রশংসায় তরঙ্গায়িত, সৌন্দর্য্যে যাহার তুলনা নাই।

যাহার প্রাণ আল্লাহ তালার প্রেমে মত্ত, এবং যাহার রুহ আল্লাহ তালার সহিত সংশ্লীষ্ট।

যাহাকে আল্লাহ তালার পুরস্কার সমুহ নিজের প্রতি আকর্ষিত করিয়াছে, এবং সন্তানের স্বীয় ক্রোড়ে রাখিয়া পালন করিয়াছেন। যিনি সৎকর্ম্ম, ক্ষমা ও দয়ায় মহাসমুদ্র তুল্য এবং করুনা বিনয় ও সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় মুক্তার ন্যায়।

যিনি দয়ালু, উদার ও খোদাতালার রহমতের নিদর্শন, এবং যাহার ব্যক্তিত্বে খোদাতালার উপহার সমুহ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ উজ্জল অন্তকরন, যিনি অসংখ্যক কালিমা পূর্ণ অন্তকরনকে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

ঐ মোবারক পদক্ষেপ, যাহার অস্তিত্ব রাব্বুল আলামিনের তরফ হইতে করুণাদর্শী বনিয়া আসিয়াছেন। (আমার) এই প্রভুর নাম মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) যাহার জ্যোতিতে মানবান্তকরণ সূর্য্য কিরনের চেয়েও অধিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে।

সমস্ত আদম সন্তানের মধ্যে গুণাবলিতে তিনি সর্ব্বোপরি এবং বিশুদ্ধতায় মুক্তার চেয়ে ও পবিত্র।

ওষ্ঠ দ্বয়ে তাঁহার জ্ঞানের ঝরণা প্রবাহিত এবং হৃদয় তাঁহার ঐশী জ্ঞান বিজ্ঞানে পূর্ণ এক কাওসর। "বারাহিনে আহমদীয়া"।

খোৎবার সারাংশ।

অনুবাদক ঃ—মোঃ আহ্‌সান উল্লাহ সিকদার।

হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) বলিয়াছেন "এরূপ লোক সামনে আসুক যাহারা ধর্ম্মের জন্য নিজেদের মাল উৎসর্গকরে। এরূপ যুবক সামনে অগ্রসর হউক যাহারা ধর্ম্মপ্রচার কল্পে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে।.....

যে পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ইহা মনে না করিবে যে, সে খোদাতালার প্রতিনিধি, যে পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মনে না করিবে যে, অন্যলোক কাজ করুক বা না করুক আমার কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে, সে পর্য্যন্ত মোমেন বলিয়া দাবী করিতে পারেনা। মোমেন ইহার আকাঙ্ক্ষী নয় যে অন্য লোক তাহার সাহায্যকারী হউক, সে তাহার নিজের কোরবানী পেশ করে এবং মনে করে যে বাকী খোদাতালার কাজ খোদাতালা যাহা ইচ্ছা করুক।.....যাহারা এরূপ করিবে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তাহাদের প্রতি দরুদ পাঠ করিবে। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস ঘাতকতা করিবে ও পৃষ্ঠ প্রদর্শণ করিবে, ("তাহাদের প্রতি খোদাতালার দয়া হউক) লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সালেহীনের আত্মার অভিশাপ তাহাদের প্রতি বর্ষিত হইতে থাকিবে। "আলফজল ১১ই মে ১৯৫০ ইং"

তোমরা এই মনোভাব পরিত্যাগ কর যে তোমাদের উপর কত বড় বোঝা। বরং তোমরা ইহা দেখ যে তোমাদের জীবনে কত মহান কার্য্য সকল সমাপিত হয়। প্রকৃত মোমেনের কর্ত্তব্য স্বীয় জান, মাল, ইজ্জৎ ইত্যাদি কোরবান করিবার জন্য প্রস্তুত থাকা। ইছলামের উপর বর্ত্তমানে যে শোচনীয় সময় আসিয়াছে ইহা এরূপ নহে যে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী লোকের কোরবানী ব্যতিত অতিক্রম করা যায়। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রী ইহা মনে করে যে তাহাদের জীবন তাহাদের নহে বরং প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত ইছলামের জন্য ওয়াকফ্ করা।

"আররহমত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৫০ ইং"।

"তোমাদের দিন এবং রাত্রি দোয়াতে অতিবাহিত হওয়া চাই যেন তোমরা খোদাতালার সাহায্য লাভ করিতে পার। আমার জন্যও বিশেষ ভাবে দোয়া করিবে যেন আল্লাহ তালা তোমাদের কাজের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিবার তৌফিক দেন।..... আল্লাহ তালা আমাকে বর্ত্তমান জমানার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। তোমরা আমার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করিবে। যদি তোমরা কেহ আল্লাহ তালার নিকট হইতে কোন সুসংবাদ পাও তাহা আমাকে ও জানাইবে। ইহাতে ১ম, ফায়দা এই হইবে যে তোমাদের দোয়ায় আমি স্বাস্থ্য লাভকরিব। ২য় ফায়দা এই হইবে যে তোমরা ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি লাভ করিবে।..... আজ হইতে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে আল্লাহ তালা আমাকে ঐশীবাণী দ্বারা জানাইয়াছিলেন যে, সিন্ধু

(শেষাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিস্‌মিল্লাহের রাহমানের রাহীম।

তৌহিদের আহ্বান

ডাঃ উইলিয়াম ওরফে হোসেন উদ্দিন খান।

এতদ্বারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের খৃষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিগণকে আন্তরিক প্রীতি সম্ভাষণ জানাইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এতকাল যাবৎই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এই, একে তিন ও তিনে এক, ব্যক্তিত্রয়কে খোদা মানিয়া আসিতেছেন কিন্তু বাইবেলের শিক্ষা দ্বারা ইহা আদৌ প্রমাণিত হয় না। কারণ আমাদের ভক্তিভাজন হজরত ঈসা আলায়হেচ্ছালাম যখন ক্রুশীয় যাতনায় অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "এলী এলী লামা ছাবাকতানী" হে আমার খোদা, হে আমার খোদা তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ? (ইনজিল মথি ২৭-৪৬) বাস্তবিক তিনি যদি নিজেই খোদা হইতেন তবে এরূপ উচ্চস্বরে চিৎকার করিবার প্রয়োজন হইত না। ইহাতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার উপরেও সর্ব্বোপরি সর্ব্বশক্তিমান একজন নিশ্চয়ই আছেন।

ইহার পর তিনি মগদলনী মরিয়মকে বলিয়াছিলেন তুমি আমার ভ্রাতৃগণের কাছে গিয়া তাহাদিগকে বল, যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি উর্দ্ধে যাই (ইনজিল যোহন ২০-১৭)

তাহার পর আরও দেখা যায় যে, ৩২৫ খৃষ্টাব্দে এক বিরাট ধর্ম্ম সভা আহুত হয়। উক্ত সভায় ৩১৮ জন বিশপ ও অন্যান্য জনগণ ছিলেন। উহা নাইসেন কাউন্সিল নামে সুপরিচিত। অতঃপর সভার শেষে খোদা একজন কি তিন জন, এই কথা লইয়া বহু সমালোচনা ও বাকবিতণ্ডা হয়। পরিশেষে ইস্রায়েলী খৃষ্টানগণ একত্ব মতবাদে ভোট দিলেন, এবং রোমান ও গ্রীক খৃষ্টানদের প্রাধান্য সাব্যস্ত হইল।

অনেক সময় দেখা যায় যে, যাহার দলে অনেক লোক থাকে অন্যকে ন্যায় বলিয়া চালাইয়া দিতে পারে এবং প্রকৃত ন্যায়বাদী ভোটে হারিয়া যায়, কারণ তাহার পক্ষে লোক কম। কাজেই আমরা বলিতে চাই প্রত্যেক মানুষ আপন বিবেকের মীমাংসায় মনকে পরিষ্কার করিয়া লউক। মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরের একত্ববাদ তৌহিদের আহ্বানে সাড়া দিউক।

তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই সেই পরম করুণাময় বিশ্ববিধাতা সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি কর্ত্তার নিকটবর্ত্তি হইতে পারিবেন।

যদি খৃষ্টিয় ধর্ম্মানুযায়ী ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আর বিবেক বুদ্ধির বিচার কোথায়? এজন্য প্রত্যেক খৃষ্টান ভ্রাতা ভগ্নিকে ঈশ্বরের এই মহান একত্ববাদে ও ইস্‌লামের এই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সাদর আহ্বান জানাইতেছি। ক্রমশঃ।

হজরত রছুলকরীম (দঃ) এর জন্মভূমি মক্কাশরীফের

এক চিঠি

মনানীয় চৌধুরী **সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খাঁ সাহেব** বিচার পতি—

আন্তর্জ্জাতিক আদালত হেগ

কর্ত্তৃক লিখিত।

জিদ্দা ২৬শে, মার্চ্চ
১৯৮৫ ইং।

বিছ মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মোকার্‌রম মওলানা! আচ্ছালামু আলায়কুম অরাহ্‌মাতুল্লাহে অবারাকাতুহু।

আমি ১৭ই তারিখে এখানে পৌছিয়াছি। ১৮ই তারিখে "ওমরাহে"র কার্য্য সমাপণ করিবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। ১৯শে তারিখে দ্বিতীয়বার বয়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করতঃ জিদ্দায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। (মক্কা মোকাররমা হইতে মিনা, মুযদালফা ও আরাফাতে গিয়াছিলাম) ২১শে তারিখ রিয়াজ গিয়াছিলাম, ২২শে তারিখ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেই দিনই সন্ধ্যা বেলায় পুনরায় মক্কা শরীফে তওয়াফের জন্য গিয়াছিলাম ও হেরেম শরীফে নফল ও আদায় করিয়াছিলাম। ২৩শে তারিখ মদীনা শরীফ গিয়াছিলাম এবং গতকল্য প্রত্যাবর্ত্তম করিয়াছি। আজ পুনঃ 'ওমরাহ' আদায় করতঃ মক্কা শরীফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। প্রথম 'ওমরাহ' আদায় কালে, বয়তুল্লাহ শরীফে নফল ও দোয়া করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। আলহামদুলিল্লাহে আলাযালেকা।

আল্লাহর মহা অনুগ্রহে প্রত্যেক অবস্থাতেই ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য হজরত মসিহে মাওউদ (আঃ) ও হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এর জন্য......"দোয়া করিবার এবং রসুল করীম (দঃ) এর প্রতি দরূদ পাঠ করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ।

জিদ্দায় আমি পাকিস্তান-রাষ্ট্রদূত জনাব খাওয়াজা সাহাবুদ্দীন সাহেবের নিকট অবস্থান করিয়াছি। যেখানে সর্ব্ব প্রকার সুবিধা পাওয়া গিয়াছে। আল্লাহ তাহাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। অন্যান্য স্থানে 'হেজাজ' ও 'রিয়াজের' সফরে জালালাতুলমুলক, বাদশা সউদের মেহমান ছিলাম। তাঁহার পক্ষ হইতে যাবতীয় ব্যবস্থা খুবই আরামদায়ক ছিল। আল্লাহ তাঁহাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। অদ্য বৈরুতের পথে দামাস্কাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। সেখান হইতে ৩০শে তারিখে রোমে, ৮ই এপ্রিল তারিখে খোদা চাহে ত হেগ পৌছিব।

অচ্ছালাম
বিনীত—
"জফরুল্লাহ খাঁ।"

* উক্ত পত্রখানা 'আলফোরকান' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মওলানা আবুল আতা সাহেবের খেদমতে লিখিত।

খোৎবার সারাংশ।

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর)

হইতে পাঞ্জাব পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বেই সমান্তরাল নিদর্শণ প্রদর্শণ করিব। এবং অমি বলিয়াছিলাম যেসময় এই ঐশীবাণী হইতেছিল তখন সঙ্গে সঙ্গেই ইহার মর্ম্ম আমার হৃদয়ে সন্নিবেশিত হইতেছিল যে, সমান্তরাল শব্দটি উভয় দিকেই প্রযোজ্য এবং উভয় দিক অর্থে হয়ত সিন্ধু নদীর উভয় দিক কিংবা রেল লাইন বা সাধারণ সড়কের উভয় দিক যাহা করাচী এবং পাকিস্তানের পূর্ব্ব অঞ্চলকে সম্মিলিত করিয়াছে।

আলফজল ২৯শে মর্চ্চ ১৯৫১ইং।

এখন তোমরা দেখ পাঁচ বৎসরের সামান্য সময়ের মধ্যে দুই বার প্রলঙ্কর বন্যা আসিয়াছে ইহার পরও তথায় বন্যা হইয়া গিয়াছে। অনুবাদ) এমনকি বন্যার দরুন কোন কোন গয়ের আহমদী ও বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে, ইহা হজরত নূহ (আঃ) এর সময়কার তুফানের ন্যায়ছিল। ইহা কত মহান নিদর্শন যাহা খোদাতালা দেখাইতেছেন।

খোৎবা জুমা ২৮।১০।৫৫ ইং

'আহমদী'র পাঠক পাঠিকাগণ।

আপনাদের নিকট "আহমদী"র ষষ্ঠ সংখ্যা পৌঁছিতেছে আপনারা প্রত্যেকেই অবগত আছেন যে, পত্রিকার চাঁদা অগ্রিম দিতে হয়। ইহা জানা সত্ত্বেও যাহারা চাঁদা পাঠান নাই তাহারা অগৌণে পাঠাইয়া দিবেন। আর যদি কাহারও পত্রিকা লইবার ইচ্ছা না থাকে তবে অনুগ্রহ করিয়া কার্ড লিখিয়া জানাইবেন।

ম্যানেজার "আহমদী"

Post Box No. 6 Narayanganj.

পূর্ব্ব পাকিস্তানের আহমদীয়া জামাত সমূহের জন্য—

——"কাজি বোর্ড গঠন"——

দশবৎসর পূর্ব্বে যখন আমি ১৯৪৪ সনের শেষ ভাগ হইতে ১৯৪৭ সনের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তৎকালীন নিখিল বঙ্গ আন্‌জোমান আহমদীয়ার নায়েব আমির ছিলাম তখন আহমদীয়া জমাত সমূহের ঝগড়া বিবাদ মিমাংসা করিবার জন্য কতকগুলি কাজি বোর্ড গঠন করিয়াছিলাম এবং (সে) গুলির কাজকর্ম্মও কতক দিন বেশ চলিয়াছিল। তারপর দেশ ভাগ হইল, ও ক্রমে ক্রমে নানা রকমের পরিবর্ত্তন আসিল। এখন সেই কাজি বোর্ড সমূহের কোন রেকর্ড খুজিয়া পাওয়া যায় না; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জমাত হইতে সময় সময় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে রিপোর্ট পাওয়া যায় যে আহমদী ভাইদের মধ্যে কোন কোন স্থানে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হইতেছে বা হইয়াছে এবং ইহার ফলে জমাতগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য পুনরায় কাজি বোর্ড গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

সেমতে পূর্ব্বেকার বোর্ডগুলি যাহার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং রেকর্ড পত্রও নাই বলিলে চলে, অত্র নির্দ্দেশ ক্রমে বিলোপ করা হইল এবং নূতন ভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানকে ১৩টী এলাকায় ভাগ করিয়া ১৩টী কাজি বোর্ড গঠন করা হইল।

প্রত্যেক নূতন বোর্ডের জন্য নিম্নলিখিত আহ্‌মদী ভাইগণকে সভ্য নিযুক্ত করা হইল।

১। তেজগাও-মানিকগঞ্জ এলাকা—

১। মৌলবী উজির আলী এম, এ, সাহেব প্রেসিডেন্ট।

২। মৌঃ আবদুর রসিদ সাহেব মেম্বর।

৩। মৌঃ অহিদুজ্জামান সাহেব মেম্বর।

২। নারয়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ ও ফরিদপুর এলাকা—

১। ডাক্তার আবদুস ছামাদ খাঁন চৌধুরী সাহেব এম, বি, বি, এস, প্রেসিডেন্ট।

২। মৌঃ আবদুল খালেক সাহেব মেম্বর

৩। মৌঃ বদরউদ্দিন সাহেব মেম্বর

৩। কুমিল্লা-ব্রাহ্মনবাড়ীয়া এলাকা—

১। মৌঃ জনাব ডেপুটি হুছামুদ্দিন হায়দর সাহেব প্রেসিডেন্ট।

২। মৌঃ কফিল উদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব মেম্বর

৩। মৌঃ আহমদ আলী সাহেব মেম্বর

৪। চট্টগ্রাম-নওখালী এলাকা—

১। মৌঃ মীর হাবীব আলী সাহেব বি,এ প্রেসিডেন্ট।

২। মৌঃ গোলাম আহামদ খাঁন সাহেব মেম্বর

৩। মৌঃ লকিয়ত উল্লা সাহেব মেম্বর

৫। সিলেট জেলা এলাকা

১। মৌঃ আবদুস্ সাহীদ সাহেব সাং ছোট লাদিয়া প্রেসিডেন্ট।

২। মৌঃ মোহাম্মদ আয়ুব সাহেব সাং পাগুলিয়া মেম্বার

৩। মৌঃ আবদুল কাদের সাহেব সাং বড়গাও মেম্বর

৬। ময়মনসিংহ জেলা এলাকা—

১। মৌঃ আনিছুর রাহমান, সাহেব বি, এল প্রেসিডেন্ট।

২। মৌঃ মীর কেরামত আলী সাহেব সাং কটিয়াদি মেম্বর

৩। মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব সাং নাগের গ্রাম মেম্বর

৭। বরিশাল জেলা এলাকা—

১। মৌঃ ফজলুল করীম সাহেব (উকিল) প্রেসিডেন্ট। ২। মৌঃ আবদুল বারী তালুকদার সাহেব মেম্বার। ৩। ডাক্তার তোফায়েল উদ্দিন সাহেব মেম্বার।

৮। যশোহর, খুলনা ও কুষ্টিয়া এলাকা

১। মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব, বি, এস্, সি, প্রেসিডেন্ট। ২। মৌঃ আমীর হুছেন সাহেব, সাং উথলী—মেম্বার। ৩। মৌঃ আবদুল আজীজ সাহেব দৌলতপুর V—AID কলেজ মেম্বার।

৯। রংপুর জিলা এলাকা—

১। মৌঃ বদর উদ্দিন আহমদ সাহেব, বি, এল, প্রেসিডেন্ট। ২। মৌঃ আবদুস ছোবহান সাহেব, মেম্বার। ৩। মৌঃ মোহাম্মদ নয়া মিয়া সাহেব, মেম্বার।

১০। বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী পাবনা এলাকা—

১। খান সাহেব মৌঃ মোবারক আলী, সাহেব বি, এ, বি, টি, প্রেসিডেন্ট। ২। সুবেদার মেজর আবদুর রহীম—মেম্বর। ৩। মৌঃ আবুল আছেম খাঁন চৌধুরী সাহেব (নাটোর) মেম্বার।

১১। দিনাজপুর সদর মহকুমা এলাকা—

১। মৌঃ হামিদ হুসেন খাঁন সাহেব (দিনাজপুর) প্রেসিডেন্ট। ২। মৌঃ ফজলুর রহমান সাহেব (ভাত গ্রাম) মেম্বার।

১২। ঠাকুর গাও মহকুমা এলাকা—

১। মৌলবী আবু তাহের সাহেব (মুরব্বি) প্রেসিডেন্ট। ২। মৌঃ সোনা মিঞা সাহেব (পাইকসা) মেম্বার।

১৩। খরমপুর, বিষ্ণুপুর করুরা গং জামাত

১। মৌঃ আবদুল মালেক খাদিম সাহেব প্রেসিডেন্ট। ২। মৌঃ অহীদ মিয়া চৌধুরী সাহেব মেম্বর। ৩। মৌঃ আবদুর রাহমান ভূঞা সাহেব মেম্বার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

১। প্রাদেশিক আনজোমানের হেড কোয়াটার "ঢাকা সহর" এলাকার জন্যও শীঘ্রই একটি কাজি বোর্ড গঠন করা হইবে।

২। আন্‌জোমানের হেড কোয়াটার ঢাকা সহরে ভিন্ন ভিন্ন কাজি বোর্ডের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল শুনিবার জন্য একটি "প্রাদেশিক কাজি বোর্ড" গঠন করা হইতেছে।

৩। কোন কাজি বোর্ডই পুলিশ ধর্ত্তব্য অপরাধের বিচার করিতে পারিবে না। ইহা আইন বিরুদ্ধ কাজ হইবে।

৪। কোন মকামী জামাতের আহমদী গণের মধ্যে ঝগড়া বিবাদসৃষ্টি হইলে প্রথমতঃ উভয় পক্ষকে জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট আপোষ মিমাংসার জন্য যাইতে হইবে। যদি তিনি মিমাংসা করিতে না পারেন, তবে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সহ উভয় পক্ষের নথিপত্র সেই এলাকার কাজি বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট বিচারের জন্য পাঠাইয়া দিবেন। যদি সেই এলাকার কাজি বোর্ডের বিচার উভয় পক্ষ মানিয়া না লয়, তবে উক্ত বোর্ড নিজের রায় সহ মোকদ্দমার নথিপত্র প্রাদেশিক কাজি বোর্ডে বিচারের জন্য সেক্রেটারী উমুরে আম্মা, পূর্ব্ব পাকিস্তান আন্‌জোমানে আহ্‌মদীয়া, ৪নং বক্সী বাজার রোড, (ঢাকা) ঠিকানায় রেজিষ্ট্রী ডাকে পাঠাইয়া দিবেন।

৫। কোন বিশেষ কারণে, যথা শারীরিক অসুস্থতা বা অন্যান্য মজবুরীর দরুন, যদি কোন কাজি বোর্ডের কোন সভ্য কাজ করিতে অপারগ হন, তবে তিনি প্রাদেশিক আনজোমানের উমুরে আম্মার সেক্রেটারী সাহেবের নিকট চিঠি দিয়া জানাইয়া দিবেন।

কাজি খলিলুর রাহমান খাদেম
ভার প্রাপ্ত আমীর, পূর্ব্বপাকিস্তান
আনজোমানে আহম্মদীয়া
৪নং বক্সী বাজার রোড, ঢাকা।
১। ১। ১৯৫৮ ইং

আজাব হইতে বাঁচুন ?

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী।
(সেক্রেটারী তালিফ ও তছনিফ ই, পি, এ, এ, ঢাকা।

সৃষ্টির আদিকাল হইতেই রোগ মহামারী, বন্যা ভূমিকম্প, ঝড় তুফান, দুর্ভিক্ষ-দুর্ভাবনা, কীট পতঙ্গের উপদ্রব, যুদ্ধ বিগ্রহ ইত্যাদি চলিয়া আসিতেছে। এই সকল উপদ্রব যখন একটা সাধারণ সীমা ছাড়াইয়া যায়, তখন বিপদ বলিয়া গণ্য হয়। বিপদের সীমানা অতিক্রম করিয়া যখন ধ্বংসের রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন ঐগুলিকে আজাব বা ঐশী শাস্তি বলা হয়।

এই সব বিপদ ও আজাব হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এসবের আগমণ থামে নাই। এমন কি বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও রোগ মহামারী, বন্যা ভূমিকম্প, যুদ্ধ বিগ্রহ, কীট পতঙ্গ ইত্যাদির অভূতপূর্ব্ব আগমনে মানবতা ক্ষত বিক্ষত হইয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে। একদিকে মানুষ প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব বিস্তারে আত্মতৃপ্তির সুখ অনুভব করিতেছে। অন্য দিকে প্রকৃতিও যেন রুদ্রমূর্ত্তিতে তার সমস্ত সুখ শান্তিকে কাড়িয়া নিতেছে, সমান্তরাল গতিতে যেন প্রতিযোগিতা চলিতেছে। উন্নত, অনুন্নত কোন দেশই বাদ পড়িতেছে না। আমাদের দেশ বন্যা ভূমিকম্পের দুর্ভোগ হইতে রেহাই পাইতে না পাইতেই আবার অনাবৃষ্টিও কলেরা বসন্তের কবলে পড়িয়াছে। ইদানিং বসন্ত রোগের আক্রমণে চতুর্দ্দিকে হাহাকার উঠিয়াছে। সরকার বাধ্য হইয়া এইজন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন।

মানবতাকে এই ঘূর্ণিপাক হইতে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্যও ইহাকে সুস্থ এবং সবল করিয়া তুলিবার জন্য সামগ্রিক চেষ্টার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই জন্য দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব প্রকারে চেষ্টাও সাধনা করিতে হইবে এবং ঐ সকলের সুষ্ঠু সমন্বয়ও করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকের এবং দার্শনিকের কথাকে যেমন অবজ্ঞা করা যায় না, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের মহামানব নবীরছুলগণের কথাকেও অবহেলা করা চলে না। কারণ তাঁরা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকিয়াছেন; সত্য ও সুন্দর হওয়ার তাগিদ দিয়াছেন; সংযম, আত্মশুদ্ধি এবং অনুতাপ অনুশোচনার পথই দেখাইয়াছেন। অন্যায় অত্যাচার অবিচার ছাড়িয়া কলুষমুক্ত এবং শুভ্রশুচি হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। বস্তুতঃ কল্যাণের কোন পথকে অবহেলা করিয়া মানুষ সুখ শান্তির আশা করিতে পারে না।

বর্তমান দুনিয়া যে ঘন ঘন উপরোক্ত বিপদাবলীর সম্মুখীন হইবে এই সম্বন্ধে হযরত মির্জ্জা গোলাম আহমদ (আঃ) তাঁহার লিখিত বিভিন্ন কিতাবাদিতে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছেন। এই সব হইতে বাঁচিবার আধ্যাত্মিক ওষুধও তিনি বাতলাইয়াছেন। তৎপ্রণীত কিশতিয়ে নূহ কিতাবে তিনি এই সব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। এই কিতাবের বাংলা তর্জমাও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ করিয়া বসন্তের এই প্রকোপের সময়ে দেশবাসিকে এই কিতাবের শিক্ষাকে গভীরভাবে অনুধাবন ও আমল করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি। এই কিতাবের একস্থানে তিনি বলিয়াছেন:

"খোদার ক্রোধের আগুন জগৎময় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, অন্তরে খোদার ভয় বৃদ্ধি করিয়া আমার অনুবর্ত্তীগণ নিরাপত্তা লাভের উপযুক্ত হউক; এই উদ্দেশ্যে আমি এই সমুদয় উপদেশ লিপিবদ্ধ করিলাম।" কলেরা বসন্ত ইত্যাদি মহামারী প্রতিরোধ করার জন্য সরকার যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে সকলেরই সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ সরকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রনোদিত হইয়াই এসব করিতেছেন। ডাক্তার কবিরাজ ঔষধাদি দেন তাহাও ব্যবহার করিতে কার্পন্য করা উচিত নয়। কারন তাহারা প্রকৃতি হইতে আহোরিত প্রতি—ষেধকাদির কথাই বলেন। তা'ছাড়া অন্তরে খোদার ভয় বৃদ্ধি করিয়া নিরাপত্তা লাভের উপযুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মানুষকে আহ্বান জানাইবার জন্য বর্ত্তমান জামানায় হজরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) কে সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তালা ইমাম মাহদী রূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত জামাতের উপরই মানব কল্যাণের এই মহান দায়িত্ব পড়িয়াছে।

তাই আহমদীগণের কর্তব্য হইল কিশতিয়ে নূহের শিক্ষা অনুযায়ী নিজদিগকে গড়িয়া তোলা এবং পাড়া প্রতিবেশীকে মহব্বতের সাথে এই শিক্ষার সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া।

আল্লাহতালা আমাদের সবারই সাহায্য হউন। আমীন

একটি পত্র।

To

The Editor "Ahmadi"

Dear

আচ্ছালামু আলায়কুম।

এখানে যদি আমাদের মুসলমানদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি—"খাটি মুসলমান কারা? যদি তিনি আহমদী হন, উত্তর দিবেন—"আহমদীরা—আমরা।" বিরোধী মহাশয় উত্তর দিবেন—"কি, আহমদীরা, ওরা শয়তান, বিলকুল কাফের, বিদেশের দালাল, ইংরেজের চর।"

মাঝখানে আমরা কতক লোক - যারা খাটি দ্রব্য বাজারে খুঁজিয়া বেড়ান, মহা ধান্ধায় পড়িয়া যান। বাধ্য হইয়া তারা উভয় ভদ্রলোকের উপর হইতে আস্থা হারাণ। কিন্তু তাদের ও ঈমান আছে হৃদয়ে ধর্ম্ম আছে। তারা উভয় দলের বাস্তব আচার ব্যবহার প্রচার পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়া বহু অনুসন্ধিৎসুমন লইয়া। অবশেষে প্রকৃত খাঁটি বিশুদ্ধটি পাইতে তাদের বেশী সময় কাটাইতে হয় না।

সত্য বলিতে কি, আহমদীদের পত্রিকাগুলি পাঠ করিয়া কি যেন একটা চেতনা আসে।

N. B. —"আহমদী" খানি নিয়মিত ভাবে পাঠালে উপকৃত হোতাম।

ইতি—

সৈয়দ আহমদ

শিবগঞ্জ, রাজশাহি।

নোট :—পত্র লেখকের ঠিকানায় "শিবগঞ্জের" পূর্ব্বে যে কি লেখা আছে তাহা পাঠ করিতে পারিলাম না। সঃ আঃ।

সম্পাদকীয়

'কাওসার'—

এই সংখ্যা 'আহমদী'র ১ম পৃষ্ঠায় 'শানে মোহাম্মদ' শীর্ষক অনুবাদের শেষ শব্দটি হইল 'কাওসার' কোরআন করীমের 'আমপারার' সূরা 'কাওসার'এ আল্লাহতালা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে 'কাওসার' দান করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব 'কাওসার' এর অর্থ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা প্রয়োজন।

'কাওসার' এর আভিধানিক অর্থ :— (১) কাহারো নিকট প্রত্যেক বস্তু অধিক পরিমাণে পাওয়া যাওয়া। (২) জাতির নেতা যাহার মধ্যে আধ্যাত্মিক মঙ্গল এবং সৌভাগ্য বিদ্যমান। (৩) এরূপ ব্যক্তি যে খুব দানশীল ও যাঁহার দ্বারা জগতে অধিক মঙ্গল প্রসারিত হয়। (৪) 'কাওসার' জান্নাতের একটি নদী বা নহর।

প্রকৃতপক্ষে কোরআন হাদীসে 'কাওসার' ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে অভিধানে ইহার অর্থ প্রথম তিনটিই ছিল। অতঃপর কোরআন হাদীসে ইহা ব্যবহারের পর মুসলমানগণ 'কাওসারের' অর্থ জান্নাতে প্রবাহিত নদী বা নহর বলিতে আরম্ভ করায় অভিধান লেখকগণ ও তাহাদের অভিধানে এই অর্থ সন্নিবেশিত করিতে থাকেন।

'কাওসার' অর্থ জান্নাতের একটি নহর। ইহার ভিত্তি হজরত রসুল করীম (দঃ) এর কোন কোন হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা বোখারী ও 'মোসলেমে' বিদ্যমান রহিয়াছে। যেরূপ হজরত রসুল করীম (দঃ) বলিয়াছেন :—আমি জান্নাতে এমন এক স্থানে পৌঁছিলাম যেখানে একটি নহর দেখিলাম, যার পার্শ্বে ফাঁপা মুক্তার প্রস্তুত গম্বুজের ন্যায় ছিল। আমি হজরত জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা কি? তিনি উত্তরে বলিলেন ইহা 'কাওসার' 'বোখারী আবওয়াবুততফছীর' এই হাদীস 'মোস্লেমে ও আছে।

হজরত এবনে আব্বাস্ বর্ণনা করিয়াছেন?—'কাওসার' অর্থ মহা মঙ্গল সমষ্টি যাহা পৃথিবীতে আঁ হজরত (দঃ) কে দেওয়া হইয়াছিল। 'বোখারী বাবুততফছীর'

আবুল বসর নামক জনৈক ব্যক্তি হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত হজরত সাইদ বেন জোবেরকে বলিলেন, আপনি ত আমাদিগকে শুনাইতেছেন ঐ সমস্ত মহান গুণাবলি ও মঙ্গল সমূহ যাহা আঁ হজরত (দঃ) কে এই জগতে দান করা হইয়াছে তাহাই 'কাওসার।' কিন্তু মানুষ বলে যে, 'কাওসার' জান্নাতের একটি নদীর নাম। উত্তরে সাইদবেন জোবের বলিলেন :—"জান্নাতে যে নহর আঁ হজরত (দঃ) প্রাপ্ত হইবেন তাহাও ইহারই একটি অংশ।" অর্থাৎ আমি ইহা বলি না যে জান্নাতে যেই 'নহর' আঁ হজরত (দঃ) কে দেওয়া হইবে উহা 'কাওসার নহে। বরং আমি বলিতেছি যে, 'কাওসার অনেক। তন্মধ্যে জান্নাতের ঐ 'নহর'ও 'কাওসারে'র একটি অংশ। "বোখারী আবওয়াবুততফসীর"

'কাওসারে'র অর্থ এত ব্যাপক যে আহমদীয়া জমাতের বর্ত্তমান নেতা তদীয় তফসীর কবীরে কাওসারের অর্থ সম্বন্ধে বহু পৃষ্ঠা ব্যাপি আলোচনার পর লিখিয়াছেন— "কাওসারের সম্যক তফসীর করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। 'কাওসার' এর তফসীর কেহ করিতে পারিবে না লিখিতেও পারিবে না। একমাত্র খোদা তালাই ইহা সম্যক বর্ণনা করিতে পারেন।" তফসীরে কবীর সূরা কাওসার ৩৬২ পৃঃ।

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহতালা আঁ হজরত (দঃ)কে এত নেয়ামত দান করিয়াছেন ও করিবেন যার তুলনা নাই। হজরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সত্যই বলিয়াছেন :— "হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর মর্য্যাদা মানবীয় কল্পনার বহু উর্দ্ধে। আল্লাহুম্মাছাল্লে আলা মোহাম্মদ ওবারেক ওছাল্লাম।

চাঁদা।

প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল আহমদীকে (পুরুষ ও মহিলা) কোন্ কোন্খাতে কি হারে চাঁদা দিতে হয় তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

১। (ক) "হিস্সায়ে আমদ।"—এই চাঁদা অছিয়ৎকারীগণের জন্য। ইহার হার উপার্জ্জনের $\frac{১}{১০}$ হইতে $\frac{১}{৪}$ পর্য্যন্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০৲ দশ টাকায় ১৲ একটাকা হইতে ৩।/৪ তিন টাকা পাঁচ আনা চারি পাই পর্য্যন্ত।

(খ) "চান্দায়ে আম।" প্রত্যেক আহমদী যাহারা অছিয়ৎ করেন নাই তাঁহাদের এই চাঁদা দিতে হয়। ইহার হার উপার্জ্জনের $\frac{১}{১৬}$ অর্থাৎ প্রত্যেক ১৬৲ ষোল টাকায় এক টাকা। যদি কোন গরীব এই হারে চাঁদা দিতে অক্ষম হন, তবে কি ভাবে চাঁদার হার কমাইতে হয় তাহা প্রাদেশিক আঞ্জুমন হইতে জানিয়া লউন।

২। "সালানা জলসার চাঁদা।"—আহমদীয়া জমাতের কেন্দ্র "রাবওয়াহ"তে প্রত্যেক ডিসেম্বর মাসের ২৬, ২৭ এবং ২৮শে তারিখ এ যে বিশ্ব আহমদীয়া কনফারেন্স হয় ঐ কনফারেন্সের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে এই চাঁদা দিতে হয়। ইহার হার মাসিক উপার্জ্জনের $\frac{১}{১২}$ এক বৎসরে দিতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ১০৲ দশ টাকা মাসিক উপার্জ্জনে বৎসরে ১৲ এক টাকা দিতে হয়।

৩। "তাহরিক খাছ।" এই চাঁদা অতীব প্রয়োজনীয় অথচ ক্ষণস্থায়ী। বোধ হয় ইহা বন্ধ ও হইয়া যাইতে পারে। ইহার হার অসিয়ৎকারীগণের জন্য উপার্জ্জনের টাকা প্রতি ৲৫ এক পয়সা এবং "চান্দায়ে আম" দাতাগণের জন্য টাকা প্রতি ৲।০ অর্দ্ধ পয়সা মাত্র।

৪। "তাহরিক জদীদ।"—এই চাঁদা দ্বারাই বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচার, কোরআন করীম ও অন্যান্য গ্রন্থের অনুবাদ ইত্যাদি কার্য্য সমাধা করা হইতেছে। ইহা বার্ষিক চাঁদা অথচ কিস্তিতে আদায় করা যায়। পূর্ব্বে এই চাঁদা কাহারো নিকট হইতে বার্ষিক ৫৲ পাঁচ টাকার কম লওয়া হইত না। বর্ত্তমানে ২।৪ দুই চারি জন বা পরিবার মিলিয়া ও বার্ষিক ৫৲ পাঁচ টাকা দিতে পারে। ইহার নিম্নতম হার ৫৲ পাঁচ টাকা, উর্দ্ধে যে যত দিতে পারেন। খোদা তালার ফজলে এই ফাণ্ডে অনেক বড় বড় চাঁদা দাতা আহমদীয়া জমাতে বিদ্যমান। এই বৎসর জমাতের বর্ত্তমান নেতা হজরত আমীরুল মোমেনীন (আইঃ) এই ফাণ্ডে ১১০০০৲ এগার হাজার টাকা চাঁদা দিয়াছেন। এদিকে ঢাকা জমাতের সেক্রেটারী মাল জনাব মৌঃ সোলায়মান সাহেব ও এই বৎসর এই ফাণ্ডে ১৫০০৲ পনর শত টাকা দিয়াছেন। জাযাকুমুল্লাহ। প্রকৃত পক্ষে এই চাঁদার উপরই নির্ভর করে বহির্দ্দেশে ইসলাম প্রচারকার্য্য।

সঃ আঃ। ক্রমশঃ

শিক্ষা ও সভ্যতায় মুসলমানের দান।

মূল ঃ —ডক্টর জুবায়ের টিল্‌টক্‌

অনুবাদক ঃ —খোন্দকার আজমল হক, বি এস, সি, বি, টি।

ডক্টর জুবায়ের টিলটক নামক একজন জার্ম্মান নওমোস্‌লেম জমাতে আহমদীয়ার কেন্দ্র রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক জলসায় যোগদান করেন। তাঁহার সহিত আহমদীয়াতের সম্পর্ক খুব অল্প দিনের। জালসা কমিটি দ্বারা পরিচালিত হাজার হাজার লোকের খাবার ও থাকবার সুবন্দবস্ত তাঁহাকে খুব মুগ্ধ করে। ১৯৫৫সনে হজরত আমিরুল মুমেনিন যখন চিকিৎসার জন্য ইউরোপে যান, তখন তিনি তাঁহার হাতে বয়েতগ্রহন করেন। রাবওয়াতে উকিলুত তবসির তাহরিকে জদিদ তাঁহাকে একটি সম্বর্দ্ধনা সভায় আপ্যায়িত করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কালে ১৯৫৬ সালের ১১ই জানুয়ারীতে করাচী আহমদীয়া ছাত্র সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সভায় আহমদীয়া হল ম্যাগাজিন রোড করাচীতে তিনি এক বক্তৃতা দেন। করাচী আঞ্জুমানের আমির জনাব চৌধুরী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খাঁন সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

ডক্টর জুবায়ের টিলটক্‌ যদিও জার্ম্মান ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন ; তবুও তিনি এই সভায় ইংরাজিতেই বক্তৃতা দেন। তিনি শিক্ষা ও সভ্যতায় মুসলমানদের দান সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং বলেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রাচ্যের সহিত পাশ্চাত্যের সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীসেও আমরা প্রাচ্যের প্রভাব দিখিতে পাই। আলেকজাণ্ডারের বিজয়ের ফলে প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক প্রভাব প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধিপায় এবং ইহার ফলে প্রাচ্যের সহিত পশ্চাত্যের আশ্চর্য্য রকম সংমিশ্রন ঘটে। পরবর্ত্তি যুগে প্রাচীন গ্রীস ও রোমিও সভ্যতা প্রাচ্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব্বদেশে ইসলামের অভ্যুত্থান হয় ও উত্তর জার্ম্মানীর জাতী সমূহ রোম সাম্রাজ্যের কতক অংশ দখল করে। পারস্য সাম্রাজ্য ও পুরাতন রোম সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ ইসলামের অধিকারে আসে। খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দির মাঝামাঝিতে এই বিজয় সমাপ্ত হয়। সকল স্থানেই গ্রীক ও প্রাচ্য সভ্যতার দ্বারা সমাজের প্রচুর উন্নতি হয়। ইসলামের বিজেতা শুধু মাত্র একই জাতির লোক ছিলেন না। তাহারা ইসলামিক ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ বিভিন্ন জাতির লোক ছিলেন। কেননা ইসলাম কেবল মাত্র একটি ধর্ম্মই নহে, ইহা সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ একটি সরকারি রাষ্ট্র এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি উন্নতি শীল সভ্যতাও। অতএব আমরা এখন "ইসলামিক সভ্যতা" সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি।

পরবর্ত্তি যুগে ইসলাম কতকগুলি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রেও ধর্ম্মিয় গোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু সভ্যতার দিক দিয়া ইসলামিক রাষ্ট্র সমূহ প্রভূত উন্নতি করে, যাহা ইউরোপিয় সভ্যতা হইতে অনেক উর্দ্ধে।

ইসলামিক বিজয় অভিযানের পর হইতে মুসলিম রাষ্ট্র সমূহ বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে মনযোগ দিতে আরম্ভ করে। অনেক পুস্তকাদিও সংগ্রহ হইতে থাকে। কেবল মাত্র বাগদাদেই একশতেরও বেশী লাইব্রেরী ও রোটারী ক্লাব ছিল। এখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রশ্নও সমস্যার আলোচনা হইত। এখানকার ছাত্রগণ জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে বাহির হইতেন। এখানকার নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে ও শিক্ষা দেওয়া হইত। এখান কার প্রত্যেকটি লোকই লেখাপড়া জানিতেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের অনেক স্কুল ছিল। অনেক পুস্তকাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় ও গড়িয়া উঠে। এই সকল শিক্ষা কেন্দ্র রাজ পরিবারের সন্তানদের দ্বারা ও সাধারণ লোকগণ দ্বারা নিম্মিত হয়, যার ফলে সাধারণ শিক্ষার বহুল প্রসার লাভ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষনা বহুল পরিমানে প্রসার লাভ করে।

তাঁহারা পবিত্র কোরাণও বিভিন্ন পুরাতন ভাষার দলিলাদি অধ্যয়ন করেন। ঐতিহাসিক গবেষণা ও আলোচনা প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পায়। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ইবনে খলদুন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। কোরাণের গবেষনার উপর ভিত্তি করিয়াই আইন শাস্ত্র ও ধর্ম্মিয় ভিত্তি স্থাপিত হয়।

প্রাথমিক যুগের মুসলমান লিখকগণ ভূগোল শাস্ত্রের দিকে অধিক মনযোগ দেন। ইহাদের গবেষনার জন্য তাঁহারা অনেক দেশ ভ্রমণ করেন। যে সকল মুসলিম ভ্রমন কারিগণ নবম ও দশম শতাব্দির মধ্যে জার্ম্মান ভ্রমন করেন, তাঁহাদের ভ্রমন বৃত্তান্ত আমাদের নিকট আছে। সেই সকল ভ্রমন বৃত্তান্ত হইতে আমরা তখন কার দিনের জার্ম্মান শহর সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাই।

মুসলিম মনীষিগণ জ্যোতিবিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রে অনেক খ্যাতি তর্জ্জন করেন। ইরাণের মিরাগা সহরে, কায়রো মরক্কো ও স্পেনে অনেক বিখ্যাত মান মন্দির প্রস্তুত হয়। ভগ্নাংশও আরবি সংখ্যা এবং জটিল অঙ্কশাস্ত্র মুসলমানদের দ্বারাই ইউরোপেনিত হয়।

পদার্থবিদ্যা মুসলমানদের নিকট খুব প্রিয় ছিল। তখন কার দিনে মুসলিম সাজ্জনগণ পৃথিবী বিখ্যাত ছিলেন। যে সকল প্রতিশেধক ঔষধ যেমন; কর্পূর, কস্তুরি; সিরাপ ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য আজ কাল ব্যবহৃত হয়, তাহার ব্যবহার তৎকালিন মুসলমান চিকিৎসকগণ দ্বারাই প্রচলিত হয়। ইউরোপ প্রথম মুসলিম চিকিৎসকগণের নিকট হইতেই ইহার ব্যবহার শিক্ষা করে।

মুসলিম মনীষিগণ দ্বারাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতি বিধান হয়।

মুসলমানগণ ইসলামের পরিচালনায় কলাবিদ্যার চর্চ্চা করেন। কবিতার বহুল প্রসার ঘটে এবং ইহা ইউরোপিয় কাব্যের উপর ও প্রভাব বিস্তার করে।

ইসলামিক রাষ্ট্র সমূহে যে সকল উত্তেজক সাময়িক সঙ্গিতের উদ্ভব হয় পাশ্চাত্য দেশ সমূহ তাহারই অনুকরণ করে। ইসলামিক স্থাপিত বিদ্যা ও অলঙ্কারাদি ইউরোপে স্থানান্তরিত হয় এবং স্পেনের সুন্দর সুন্দর ইসলামিক যুগের প্রাসাদ সমূহ এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু আমাদিগকে শিল্পীদের কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না। বিভিন্ন রকমের হস্ত শিল্পী ও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। কাপড় যাহা মূলতঃ সমর কন্দের ভিতর দিয়া চীন হইতে আনিত ;

ক্রমশঃ

শুভ সংবাদ।

মাননীয় চৌধুরী জাফরুল্লা খান সাহেব আন্তর্জ্জাতিক আদালতের ভাইস্‌প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত।

তিনি এই পদে তিন বৎসর কাল অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

এই সংবাদ খুবই আনন্দের সহিত শুনা যাইবে যে, মাননীয় চৌধুরী জফরুল্লাহ খান সাহেব আন্তর্জ্জাতিক আদালতের (হ্যাগ) ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বিগত ৯৭ই এপ্রিল তারিখে এই নির্ব্বাচন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। নির্ব্বাচনে নরওয়ের Mr. Helge klaestad আন্তর্জ্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। Mr. Helge klaestad এবং মাননীয় চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব আন্তর্জ্জাতিক আইন অনুসারে তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্ব স্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

আমরা জনাব চৌধুরী সাহেব কে মোবারকবাদ জানাইতেছি এবং দোয়া করিতেছি যেন আল্লাহ তালা তাঁহার এই নতুন পদ কে তাঁহার নিজের ও পাকিস্তানের জন্য মোবারক করেন, ইহাকে যেন সর্ব্বপ্রকার কল্যানের উপকরণে পরিনত করেন এবং মাননীয় চৌধুরী সাহেবকে ইসলাম ও বিশ্ব মানবের খেদমতের তৌফিক দেন। আমীন।

"আলফজল ২০শে এপ্রিল ১৯৫৮ইং"।

আখ্‌বারে আহমদীয়া।

প্রকাশঃ— খোদাতালর ফজলে হজরত আমীরুল মোমেনীনের স্বাস্থ্য এখন ভাল।

হজরত মির্জা বশির আহমদ সাহেব স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় কষ্ট পাইতেছেন।

হজরত মির্জা শরীফ আহমদ সাহেব বাত রোগে কষ্টপাইতেছেন।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এর কন্যা নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবার স্বাস্থ্য কিছুদিন যাবৎ খারাপ চলিতেছে। বন্ধুগণ প্রত্যেকের জন্য দোয়া করিবেন!

সিংহলের মিশনারী জনাব ইছমাইল মুনির সাহেব দীর্ঘ ৭বৎসর কাল তথায় ইসলাম প্রচার কার্য্য করার পর রাবওয়াহ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

হল্যাণ্ডের মিশনারী ইনচার্জ্জ সাহেব জানাইয়াছেন যে, তথায় "মসিহ মাউদ (আঃ)" দিবসের সভার পর তথাকার জনৈক ডাচ্ যুবক ইসলাম গ্রহন করিয়াছেন।

ডেন্‌মার্ক হইতে তথাকার মিশনারী জানাইয়াছেন যে, তথাকার জনৈক পাদ্রীর পুত্র (যিনি স্বয়ংও পাদ্রীর ট্রেনিং কোর্স শেষ করিয়াছেন) ইসলাম গ্রহনকরিয়াছেন।

ওয়াশিংটন (আমেরিকা) হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ পিটাস্‌বার্গের (আমেরিকা) মিশনারী জনাব জওয়াদ আলী সাহেবের পত্নী মোসাম্মাৎ তীনত বেগম সাহেবা পিটাসবার্গ হাসপাতালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। "ইন্না লিল্লাহে....."।

প্রাদেশিক সংবাদ।

আগামী অক্টোবর মাসে পূজার ছুটিতে পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমান আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা এবং মজলিশে শুরা ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রেসিডেন্ট সাহেবানকে পূর্ব্ব হইতেই জলসার চাঁদা সম্বন্ধে তৎপর হইতে হইবে যেন জলসার সময় চাঁদার জন্য তাগিদ করিতে না হয়।

অতঃ পর ইহাও স্বরণ রাখিতে হইবে যে, কোন বকেয়া দার মজলিশ শুরার প্রতিনিধি হইতে পারিবেনা। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে স্ব স্ব জমাতের প্রেসিডেন্টর নিকট হইতে বকেয়া নাই বলিয়া পত্র আনিতে হইবে।

বিগত ২৮। ৩। ৫৮ইং তারিখে ঢাকা দারুত তবলিগে প্রাদেশিক আমীর জনাব এস, এম, হাসান সাহেবর সভাপতিত্বে, এবং নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমনে আহসান উল্লাহ সিকদারের সভাপতিত্বে মহাসমারোহে "ইয়াওমে মসিহ মাউদ (আঃ)" এর সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

The Review of Religions

(Established in 1902 by the Promised Messiah)

WORLD-WIDE CIRCULATION

*Is the Premier Monthly Magazineof the Ahmadiyya Movement
*Dedicated to the interests of Islam and World Peace
*Deals with Religions, Ethical, Social and Economic Questions
*Islamic Mysticism, Current Topics & Book Reviews.

Annual subscription Rs. 10/- only.
Concession for Non-Ahamadis & Students Rs. 2|- only
Please subscribe and send your subscriptions and donations to :-

THE MANAGER, THE REVIEW OF RELIGIONS.
Rabwah (West Pakistan)

Printed at the Satya-Sadhana Chhapakhana, Narayanganj. Edited and Published by Md. Ahsanullah Sikder from 4, Bakshi Bazar Road, Dacca.